

শিষ্যত্বের বিকাশ

অপরিহার্য শিক্ষা খ্রীষ্টিয় মতবাদ পাঠ ৬: চুক্তির ঈশ্বর

ঈশ্বরের চুক্তির মতবাদ, বিষয়টি এই ভাবে বলা যেতে পারে: চুক্তি হলো ঈশ্বরের পদ্ধতি যা তিনি মনোনীত করেন যেন তার দ্বারা তিনি আমাদের সাথে কথোপকথন এবং তাঁর সাথে আমাদের যুক্ত করতে এবং সেই সাথে নিজ প্রজাদের মুক্তি দিতে ও গৌরবান্বিত করতে পারেন। খ্রীষ্টের মাধ্যমে যে নতুন চুক্তি বর্তমানে স্থাপিত হয়েছে তাব দ্বারা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক নির্বাহিত হয়।

অতএব তুমি ভ্রাত হও, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুই ঈশ্বর; তিনি বিশ্বসনীয় ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, ও তাঁহাব আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের পক্ষে সহস্র পুরুষ পর্যন্ত নিয়ম ও দয়াক্ষা করেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৭ ৯)।

চুক্তি সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তাতে প্রথম দর্শনে তা নিষ্প্রাণ এবং ব্যবসার মতো মনে হতে পারে। বাইবেলের সময়ে, চুক্তি বলতে দুইজনের বা অনেক মানুষের মধ্যে কিছু বিষয়ে একমত হয়ে দুই পক্ষকোনো বিশেষ অঙ্গীকার করতো। এরই সাথে যদি কোন পক্ষ সেই নিয়ম ভঙ্গ করে তবে তার পরিণাম কি হবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিজ্ঞা করা হতো।

আমরা যখন এই বিষয়টি বুঝি যে খ্রীষ্ট তাঁর বলিদান এবং রক্ত সেচনের মাধ্যমে (ইব্রী ১২:২৪) আমাদের সাথে প্রতিষ্ঠিত নতুন চুক্তির মধ্যস্থতা করেন, তাব অর্থ এই নয় যে পুরাতন যে চুক্তি তা ভালো ছিল না। সেগুলি ও প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী ঈশ্বরের সুন্দর উদাহরণ ছিল এবং তার মধ্যে দিয়ে তিনি যে তাঁর প্রজাদের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শিত করেছিলেন। নোহর সাথে চুক্তির সময় হতে অব্রাহামের সাথে এবং মোশির মাধ্যমে ইস্রায়েলের সাথে ঈশ্বরের যে চুক্তি সে সকলের মাধ্যমে তিনি যে মুক্তিদাতা, প্রেমময়, উদ্ধারকারী, রক্ষাকারী এবং বিশ্বস্ত ঈশ্বর সেই চিত্রটাই ফুটে ওঠে।

চুক্তি শব্দটি সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তাতে প্রথম দর্শনে তা নিষ্প্রাণ এবং ব্যবসার মতো মনে হতে পারে। বাইবেলের সময়ে, চুক্তি বলতে দুইজনের বা অনেক মানুষের মধ্যে কিছু বিষয়ে একমত হয়ে দুই পক্ষকোনো বিশেষ অঙ্গীকার করতো। এরই সাথে যদি কোন পক্ষ সেই নিয়ম ভঙ্গ করে তবে তার পরিণাম কি হবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রতিজ্ঞা করা হতো।

চুক্তি হলো কিছু নৈতিক বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া এবং তার সাথে যুক্ত থাকে মহা দায়িত্ব এবং কিছু তাৎপর্য। সেগুলি প্রায়শই অর্থ সংক্রান্ত, ব্যবসায় কিছু বাধ্যবাধকতা, সংযোজন, সম্পর্ক এবং আদান প্রদান মূলক কাজ বোঝায়।

এই সংজ্ঞা থেকেও বিষয়টি বড়ো গণনামূলক এবং শীতল এমন শুনতে লাগে।

তথাপি যখন আপনি ঈশ্বরের যে চুক্তির প্রবর্তন করেছিলেন তার দিকে তাকান তবে দেখতে পাবেন সেখানে প্রেম এবং বিশ্বস্ততার মাধ্যমে একটি অঙ্গীকার বদ্ধ হবার বিষয় রয়েছে, এবং তার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর প্রকৃতরূপে যে তাঁর প্রজাদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা প্রদর্শিত হয়।

আমরা যখন এই বিষয়টি বুঝি যে খ্রীষ্ট তাঁর বলিদান এবং রক্ত সেচনের মাধ্যমে (ইব্রী ১২:২৪) আমাদের সাথে প্রতিষ্ঠিত নতুন চুক্তির মধ্যস্থতা করেন, তার অর্থ এই নয় যে পুরাতন যে চুক্তি তা ভালো ছিল না। সেগুলি ও প্রতিজ্ঞারক্ষাকারী ঈশ্বরের সুন্দর উদাহরণ ছিল এবং তার মধ্যে দিয়ে তিনি যে তাঁর প্রজাদের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শিত করে ছিলেন। নোহর সাথে চুক্তির সময় হতে অব্রাহামের সাথে এবং মোশির মাধ্যমে ইস্রায়েলের সাথে ঈশ্বরের যে চুক্তি সে সকলের মাধ্যমে তিনি যে মুক্তিদাতা, প্রেমময়, উদ্ধারকারী, রক্ষাকারী এবং বিশ্বস্ত ঈশ্বর সেই চিত্রটাই ফুটে ওঠে।

চুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মতবাদগুলি বিশ্বাসীদের কাছে দানস্বরূপ, কারণ তা খ্রীষ্টিয়ান রূপে আমাদের নিশ্চয়তার ভিত্তি প্রদান করে। আমরা যখন শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রক্ষা করার বিষয়টি দেখি তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা তা নিজেদের শক্তিতে সাধন করতে অসমর্থ। আমরা ভীত হতে পারি এই ভেবে যে আমরা মাংসিক বলে ভঙ্গুর, দুর্বল এবং অবাধ্যতাব প্রতি আমাদের যে প্রবণতা রয়েছে, এর ফলে আমাদের যে নিরাপত্তা তা ঝুঁকির মুখে। কিন্তু প্রভুর প্রশংসা হোক কারণ আমাদের সাথে কৃত তাঁর চুক্তি আমাদের মঙ্গলের জন্যই করা হয়েছে এবং তা তাঁর বিশ্বস্ততাব যে বল তার উপর আধার করে স্থাপিত।

তিনি আমাদের পরিব্রাণের জন্য পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আমাদের যে ঋণ ছিল তা তাঁর রক্তের দ্বারা শোধ করে দিয়েছেন। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করে তিনি আমাদের পবিত্র করার জন্য সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি আমাদের অনন্তকালীন নিরাপত্তার জন্য পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন, কারণ তিনি আমাদের জগৎ পত্তনের পূর্ব হতে মনোনীত করেছিলেন। হ্যাঁ, আমাদের তাঁর পথ সকল অনুসরণ করতে বলা হয়েছে: প্রতিটি চুক্তির মধ্যেই দুই দলের কিছু দায়িত্ব থাকে। কিন্তু এই চুক্তির নিশ্চয়তার দিকটি এই যে আমাদের দিক থেকে যে বিষয় করণীয়তা পূর্ণ করার জন্য যা প্রয়োজন তার সবটাই যীশু খ্রীষ্ট দিয়ে থাকেন।

চুক্তি ভঙ্গ করলে তাব যে পরিণাম তা ইতিমধ্যেই খ্রীষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি এই চুক্তিব প্রবর্তন করেছেন, এবং তিনি নিখুঁত রূপে চুক্তির শেষ পর্যন্ত ধরে রেখেছেন। তিনি এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যেন আমরা চুক্তি শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারি আর তার জন্য তিনি আমাদের সজ্জিত করেছেন এবং চুক্তি ভঙ্গ করলে তাব যে পরিণাম তা তিনি সহ্য করেছেন। তিনি চুক্তি রক্ষাকারী ঈশ্বর: তিনি কতো বিশ্বস্ত!

আমরা যদি এই মতবাদ আঁকড়ে ধরে না থাকি, তবে পরিত্রাণের জন্য, পবিত্রীকৃত হবার এবং এর জন্য অধ্যবসায়ের সমস্ত বোঝা আমাদের উপবে বর্তায়- এবং সে ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ হব। যদি আমরা প্রভুর এই চুক্তির সত্যতাকে অস্বীকার করি তবে এই চুক্তির উভয় দিকটি পূর্ণ করা যাবে দায়িত্ব তা আমাদের উপরে বর্তায়, অর্থাৎ নিজেদের শক্তিতে তার জন্য যুদ্ধ করা, যথার্থরূপে জীবন যাপন করার জন্য নিজেদেরকে সক্ষম করে তোলা এবং আমাদের মাংসময় প্রকৃতি দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য অধ্যাবসায়, এ সবের প্রশ্ন আসে।

এর পরিবর্তে আমরা যদি এই জীবন দায়ী চুক্তির উপরে বিশ্রাম করি, তখন আমরা আমাদের জন্য ঈশ্বরের প্রেম দেখতে পায়, সেই সাথে আমাদের কর্তব্য, এবং তাঁর সেবা করার জন্য যেস্বাধীনতা ও আনন্দ রয়েছে তা দেখতে পাই এবং চুক্তি অনুসারে জীবন জীবন যাপন করতে পারি। আমরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন আমরা তাঁর বিশ্বস্ততার উপরে নির্ভর করি এই মনে করে যে তিনি তাঁর বলিদান এবং রক্ত সেচনেন। দ্বারা স্থাপিত চুক্তি অনুসারে আমাদের চুক্তির মধ্যে রাখতে সমর্থ আমরা যখন দুর্বল এবং নিরাপত্তার অভাব বোধ করি তখন তাঁর চুক্তির মাধ্যমে তিনি আমাদের কাছে যে উদ্ধার এবং রক্ষার কথা বলেছেন, আমরা তার মধ্যে বিশ্রাম করি।

প্রভু যীশু তাঁর প্রজাদের, যারা তাঁর সাথে তাঁর রক্তের মাধ্যমে নতুন নিয়মের সাথে সংযুক্ত তাদের বলেছেন: “আমি তাহাদিগকে কে অনন্ত জীবন দিই, তাহারা কখনোই বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহই আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না। আমার পিতা, যিনি তাহাদের আমাকে দিয়াছেন, তিনি সর্বাপেক্ষা মহান” (যোহন ১০:২৮-২৯)। এই নিশ্চয়তার দিকে তাকিয়ে বিশ্বাসীরা অবাক হয় ভেবে যে এই চুক্তি পূর্ণ করার জন্য যে প্রয়োজনীয়তা তা কতো সুন্দর: আমরা খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত এবং কোন কিছুই আমাদের সেই চুক্তি হতে ছিন্ন করতে পারে না। তিনি বিশ্বস্ত ভাবে আমাদের তাঁর সাথে যুক্ত রাখেন। প্রভুর প্রশংসা হোক!

“আমি তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিই, তাহারা কখনোই বিনষ্ট হইবে না, এবং কেহই আমার হস্ত হইতে তাহাদিগকে কাড়িয়া লইবে না। আমার পিতা, যিনি তাহাদের আমাকে দিয়াছেন, তিনি সর্বাপেক্ষা মহান” (যোহন ১০:২৮-২৯)।

পর্যালোচনা

- চুক্তি যখন কিনা বৈধভাবে এক আবদ্ধ হবার মতো শর্ত হলেও তা যে শীতল এবং অনুভূতি বিহীন এমনটা নয়। ঈশ্বর এবং তাঁর প্রজাদের মধ্যে যে চুক্তি তা নিজ প্রজাদের প্রতি তাঁর মহান প্রেমের অভিব্যক্তি।
- নতুন চুক্তি প্রভু যীশুর রক্ত দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত এবং তা ঈশ্বর সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততায় যা প্রদান করেছেন তার এক নিখুঁত নিদর্শন। চুক্তি অনুসারে আমাদের পক্ষে যা করা প্রয়োজন ছিল তা খ্রীষ্ট আমাদের পক্ষে তা সাধন করেছেন, তথাপি সেই সাথে তিনি আমাদের দিক থেকে চুক্তি রক্ষার্থে যে দায়িত্ব বর্তায় তার জন্য যা প্রয়োজন তা দিয়ে থাকেন।
- আমরা একবার খ্রীষ্টের সাথে চুক্তি বদ্ধ হলে কোন কিছুই আমাদের তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিতেপারে না!

আপনার মত প্রকাশ করুন

- আপনার সাথে চুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর যে নিজ বিশ্বস্ততা প্রকাশ করেছেন তা নিয়ে ধ্যান করুন। আপনার কাছে তিনি যে সকল প্রতিজ্ঞা গুলি করেছেন তার এক তালিকা প্রস্তুত করুন। খ্রীষ্ট আপনার পক্ষ নিয়ে চুক্তিটিকে যে তুলে ধরেছেন তার জন্য আপনার কাছে প্রদত্ত সমস্ত প্রতিজ্ঞাগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। এই চুক্তি অনুসারে আপনার যে দায়িত্বগুলি রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরী করুন। তারপর লক্ষ্য করুন কিভাবে খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞা আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে সজ্জিত করে এবং আপনার দিক থেকে চুক্তি বজায় রাখতে কিভাবে আপনাকে সজ্জিত করে (এর জন্য সময়, প্রার্থনা এবং আপনি যখন ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করেন তখন আপনার তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। সময় নিয়ে এই কাজ করুন, এমন কি যদি এর জন্য একটি বৎসর লেগে যায়। কারণ এটি করা আপনার পক্ষে মূল্যবান হবে!)
- পৃথিবীতে বিবাহ, ব্যবসায় বোঝাপড়া, অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার দিক থেকে যে সমস্ত চুক্তি রয়েছে সেগুলির কথা ভেবে দেখুন। খ্রীষ্ট নিজ চুক্তির বিষয়ে যে বিশ্বস্ততার উদাহরণ তুলে ধরেছেন সেটি নিয়ে চিন্তা করুন এবং প্রার্থনা করে দেখুন যে এই সমস্ত পার্থিব চুক্তিগুলি বিষয়ে আপনাকে আরো সাবধান হতে হবে কি না। আপনি কিভাবে সেই চুক্তি পূর্ণ করছেন তারদ্বারা সমস্ত জগতের কাছে এক সাক্ষ্য হতে পারেন এবং খ্রীষ্টকে প্রতিফলিত করতে পারেন।